তার প্রাসাদটি কাঠের তৈরি। স্রোতস্বী নদীর জলে এ প্রাসাদের অর্ধেক ডুবে থাকে। দারুণ রূপসী সে। গলায় শাদা তসবির দানা, চামড়ায় দুধ ও রক্তের বিচিত্র মিশ্রণ। তাকে দেখে মনে হয় না, সে এই রাজ্যের নারী, তার ধবল দাঁতের স্ফুরিত আভায় যখন চতুর্পাশ ঝলসে ওঠে, যখন তার স্থির দৃষ্টির সম্মুখে সার সার নতজানু মানুষ, পবনের বেগে তার কণ্ঠ কাঁপতে থাকে, তখনই তার যথার্থ কাজের বিস্তার। তার মূল শক্তি, অদ্ভুত সম্মোহন ক্ষমতা। এ দিয়েই তার উত্থান।

তার নাম চন্দ্রলেখা। কথিত আছে নদী থেকে তার জন্ম। সে এক বিচিত্র উপাখ্যান। কাঠের পাটাতনের ওপর ভাসছিল তার দেহ। কাঠের কী মহিমা– গর্জনরত জলও তার নিঃশ্বাস স্পর্শ করতে পারে নি। এ কাহিনী সবাই জানে। সবাই জানে, জলে ভেসে আসা চন্দ্রলেখা মানুষের চেয়েও বড় কিছু। সব ধর্মের লোকই তার কপালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পায় প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্মের রাজটিকা চন্দ্রলেখার কপালে জ্বলজ্বল করছে।

আর ঘুমের মধ্যে হেসে ওঠে চন্দ্রলেখা। নদীর ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়ের দিকে ছুটে যায়। পাহাড়ের চুড়োয় বাস করে এক বাদুড়। রাতে চন্দ্রলেখার ছাদের ওপর এসে বসে।

দূর গ্রামবাসী স্পষ্ট দেখে নদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে প্রাসাদ, তার ওপর পায়চারি করে যে রূপসী নারী, তার আঙুলের ডগায় বাদুড়। আধ্যাত্মিক ভয়ে কম্পিত গ্রামবাসী সেজদা করে তাকে।